দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN. 22 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

199

ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ একই সঙ্গে ২টি সরকারি সুযোগ ভোগসহ ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে এম শামসুল আলমের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি পুলিশের চাকরিতে থাকা অবস্থায় ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সে সময় প্রধান শিক্ষক কে এম শামসুল আলম পুলিশের চাকরির বেতন-ভাতা এবং প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতার সরকারি অর্থ উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রারম্ভিক স্কেল গ্রহণের পরিবর্তে অবৈধভাবে সর্বোচ্চ স্কেল গ্রহণ করেছেন। এছাড়া স্কুল থেকে ৩০% হারে ভাতা নেয়ার কথা থাকলেও তিনি ৬০% হারে ভাতা নিচ্ছেন। এছাড়া মোঃ মজিবর রহমান নামে এক পুলিশ কনস্টেবলকে একযুগ ধরে স্কুলের করনিক পদে নিয়োজিত করে রেখেছেন প্রধান শিক্ষক। নিয়মানুসারে উক্ত করনিককে নিয়োগ করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক এ কনস্টেবলকে স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক দেখিয়ে প্রতিমাসে বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছেন। যার শিক্ষকতার ইনডেক্স নং ১৫০৬২৭, ব্যাংক একাউন্ট নং চলতি ৭৬৬১/২৫ অগ্রণী ব্যাংক ছোট বাজার শাখা এবং পে-স্কেল কোড নং ১০ (সিনিয়র শিক্ষক) ও জন্ম তারিখ এমপিও তথ্য অনুযায়ী ১-১১-৫২ইং। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে স্কুলের কমিটি গঠন না করে তার মনোনীত লোক নিয়ে কমিটি গঠন করেছেন এবং উক্ত কমিটির সদস্যদের দীর্ঘদিন যাবৎ কোন পরিবর্তন নেই।

দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য করে রাখা হয়েছে। স্কুলে ইন্টারকমের নামে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বছরের পর বছর ৫০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। কিন্তু স্কুলে টাকা অথবা ইন্টারকমের কোন হদিস নেই।

ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে এম শামসুল আলমের বিরুদ্ধে গত ১৮ই এপ্রিল উপ-পরিচালক দুর্নীতি দমন বিভাগে লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রমাণাদিসহ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।